



আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।



Website: www.bb.org.bd

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯

তারিখঃ

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১
৩০ ভাদ্র, ১৪২৮

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার।

সম্প্রতি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনায় না এনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মেয়াদী, গৃহায়ন এবং স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ/লিজ/বিনিয়োগসহ অন্যান্য ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ বিভিন্ন উপায়ে বারংবার পুনঃনির্ধারণ করছে। উক্তরূপে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবের পরিশোধসূচী পুনঃনির্ধারণ এবং যথাযথভাবে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার কারণে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ আদায়ের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না। এরূপ পরিস্থিতিতে, ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনর্বিদ্যমান ও পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই নীতিমালা জারি করা হলো।

১। ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনা সম্পর্কিত নির্দেশনাঃ

কেবলমাত্র বিরূপমানে (নিম্নমান, সন্দেহজনক, মন্দ/ক্ষতি) শ্রেণিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল করা যাবে। পুনঃতফসিলিকরণের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে :

- ১.১ এ সার্কুলারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ সম্পর্কিত একটি নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালায় ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের শর্তাবলী উল্লেখ থাকবে যা কোন অবস্থাতেই এ সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলীর চেয়ে সহজতর হবে না।
- ১.২ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রেডিট কমিটি লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তারল্য এবং অন্যান্য গ্রাহকের চাহিদার উপর ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের প্রভাবও ক্রেডিট কমিটি তাদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করবে।
- ১.৩ ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে পর্ষদকে ঋণের সদ্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
- ১.৪ ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কর্তৃক পুনঃতফসিলিকৃত কিস্তিসমূহ/বিদ্যমান দায়-দেনা পরিশোধ সক্ষমতা নির্ণয়ের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহকের নগদ প্রবাহ বিবরণী, নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, আয়ব্যয় বিবরণী এবং অন্যান্য আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করবে। এ লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ গ্রহীতা কোম্পানি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করবে।

১.৫ কোন গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্টের অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে জমা হওয়ার ০১ (এক) মাসের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের কিস্তি বা এর অংশ হিসেবে আদায়কৃত অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না।

২। পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের সুদ ও প্রভিশন হিসাবায়নঃ

- ২.১ পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবের সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতীত আয়খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী স্থগিত সুদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।
- ২.২ পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষিত না হয়ে থাকলে পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী শ্রেণিকরণের (মন্দ/ক্ষতিজনক মান) উপর ভিত্তি করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২.৩ কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলের সাথে সাথে উক্ত ঋণের বিপরীতে পুনঃতফসিল পূর্ববর্তী সময়ে রক্ষিত প্রভিশন/প্রভিশনের অংশ বিশেষ আয়খাতে স্থানান্তর বা অন্যান্য ঋণের বিপরীতে রক্ষিতব্য প্রভিশনের সাথে সমন্বয় করা যাবে না। পুনঃতফসিল পরবর্তী সময়ে পূর্বে সংরক্ষিত প্রভিশন/সংস্থানের অর্থ নতুন পরিশোধসূচী অনুযায়ী কিস্তি আদায় সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে ডিএফআইএম সার্কুলার নম্বর-১১, তারিখ-২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ এর ১২(ক)(১) অনুচ্ছেদের "আদায় এবং আর প্রয়োজন নাই এমন সংস্থান" শিরোনামের অধীনে উক্ত প্রভিশন/সংস্থান সমন্বয় করা যাবে।

৩। শ্রেণিমান অনুযায়ী মেয়াদী ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের সময়সীমাঃ

মেয়াদী ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল করার ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ অথবা সর্বশেষ কিস্তি প্রদানের তারিখ হতে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা যাবেঃ

পুনঃতফসিলিকরণের দফা	নিম্নমান হিসেবে শ্রেণিকৃত	সন্দেহজনক হিসেবে শ্রেণিকৃত	মন্দ/ক্ষতি হিসেবে শ্রেণিকৃত
প্রথম দফা	সর্বোচ্চ ৪৮(আট চল্লিশ) মাস	সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস	সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস
দ্বিতীয় দফা	সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস	সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) মাস	সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) মাস
তৃতীয় দফা	সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) মাস	সর্বোচ্চ ১৮ (আঠারো) মাস	সর্বোচ্চ ১৮ (আঠারো) মাস

শর্তাবলী :

- ক) পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ মাসিক বা ত্রৈমাসিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।
- খ) পুনঃতফসিলিকৃত ঋণের অনাদায়ী কিস্তি ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমান হলে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবটি মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণপূর্বক FICL ও ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে রিপোর্ট করতে হবে।
- গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা লঙ্ঘন করে কোন গ্রাহকের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল করা হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ এই সার্কুলারের আওতায় পরবর্তী দফায় পুনঃতফসিল করা যাবে না।

৪। স্বল্প মেয়াদী ঋণ/লিজ/বিনিয়োগঃ

এক বছর বা তার কম মেয়াদী ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করার ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ অথবা সর্বশেষ কিস্তি প্রদানের তারিখ হতে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা যাবেঃ

পুনঃতফসিলিকরণের দফা	পুনঃতফসিলিকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ আদায়ের সময়সীমা
প্রথম দফা	সর্বোচ্চ ১২(বারো) মাস
দ্বিতীয় দফা	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস
তৃতীয় দফা	সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস

৫। ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট :

ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত হারে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করতে হবে :

- ৫.১ প্রথম দফা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যান্য ১৫% অথবা মোট বকেয়ার ১০%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।
 ৫.২ দ্বিতীয় দফা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যান্য ৩০% অথবা মোট বকেয়ার ২০%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।
 ৫.৩ তৃতীয় দফা মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির অন্যান্য ৫০% অথবা মোট বকেয়ার ৩০%, এই দুইয়ের মধ্যে যা কম।

৬। পুনঃতফসিল সম্পর্কিত অন্যান্য নির্দেশনা :

- ৬.১ কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব তৃতীয় দফায় পুনঃতফসিলিকরণের পরও ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ গ্রহীতা গৃহীত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তিনি স্বভাবজাত ঋণ খেলাপী হিসেবে গণ্য হবেন। এ বিবেচনায় কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব তিন বারের বেশি পুনঃতফসিল করা যাবে না।
 ৬.২ পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য (RS-1, RS-2, RS-3 ইত্যাদি ক্রমিকে) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে প্রেরণ করতে হবে।
 ৬.৩ সুদ মওকুফপূর্বক কোন ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল করা হলে ঐ সকল হিসাবের সকল তথ্য (RSIW-1, RSIW-2, RSIW-3 ইত্যাদি ক্রমিকে) বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে প্রেরণ করতে হবে।
 ৬.৪ Rationalized Input Template (RIT) ব্যবহার করে ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের বিষয়ে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৯, তারিখ-২৯ নভেম্বর ২০১২ এর নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

এ সার্কুলারের মাধ্যমে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিলিকরণ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৫ মার্চ, ২০০৭ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০২ এর নির্দেশনাসমূহ প্রতিস্থাপিত করা হলো।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮(ছ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,



(রনজিৎ কুমার রায়)
 উপমহাব্যবস্থাপক
 ফোনঃ ৯৫৩০২৪৯